দৈনিক
ইনকিলাব
তারিখ .. 09 SEP 200..
পৃষ্ঠা - ৭ · কলাম - ১

শতভাগ সাক্ষরতা অর্জনই কাম্য

সাক্ষরতা অর্জনের ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন করলেও বাংলাদেশ তুলনামূলকভাবে এখনো বেশ পিছিয়ে। ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে অগ্রসর হলেও দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরে সাক্ষরতার হার বেড়েছে মাত্র বিশ শতাংশ। ফলে সরকারের এই লক্ষ্যমাত্রা কতটুকু অর্জন সম্ভব হবে, তা নিয়ে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ১৯৯০ সালে তৎকালীন সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও সার্বজনীন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পৃথকভাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা নামে স্বতন্ত্র বিভাগ চালু করা হয়। প্রতিবছর শিক্ষাখাতে সরকারের বরাদ্দকৃত বাজেট ছাড়াও নিরক্ষরতা দূরীকরণের নামে শত শত কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্য আসছে। অনুদান ছাড়াও দাতাদের কাছ থেকে কঠিন শর্তে আনা ঋণের পরিমাণও কম নয়। এত ব্যয়ের পরও দেশের প্রায় ৫০ ভাগ অর্থাৎ প্রায় ৮ কোটি মানুষ বর্তমানে নিরক্ষর। তাছাড়া দীর্ঘ দেড় দশকেও দেশে সাক্ষরতার হার নিয়ে বিভ্রান্তি দূর হয়নি। এ প্রসঙ্গে একটি পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয়, সাক্ষরতা সম্পর্কে সরকারের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর কাছে রয়েছে দু'রকম তথ্য। অপরদিকে, সরকারের তথ্যের সাথে সাক্ষরতা সংশ্লিষ্ট বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর রয়েছে তথ্যগত বিস্তর ফারাক। গত ৫০ বছরে দেশে সাক্ষরতার হারে উল্লেখ্যযোগ্য অগ্রগতি না হলেও সাক্ষরতার হার বৃদ্ধিতে কোন কর্মকাণ্ড নেই। পৃথক সাক্ষরতা কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়ে সরকার জোর দিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে সাক্ষরতা বৃদ্ধির ওপর। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা এ ব্যাপারে দ্বিমত প্রকাশ করে বলেছেন, শুধু প্রাথমিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়ে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি সম্ভব নয়। বাংলাদেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণে মূল সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে তারা সাক্ষরতার হার বৃদ্ধিতে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, ঝরেপড়া শিক্ষার্থীর হার হ্রাস এবং বয়স্ক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

এক পরিসংখ্যানে জানা গেছে, দেশে প্রতি বছর ১ শতাংশ হারে বাড়ছে সাক্ষরতা। এভাবে চলতে থাকলে শতভাগ সাক্ষরতা অর্জনে সময় লাগবে চার শ' বছর। এদিকে সাক্ষরতার ওপর সরকারের আলাদা কোন কার্যক্রম নেই এবং সার্বিক সাক্ষরতার হার বৃদ্ধিতে ২০০৪ সালের পর সরকারের আর কোন কার্যক্রম শুরু হয়নি। সাক্ষরতার হার নিয়ে বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা বিভিন্ন সময়ে চাপিয়েছে জরিপ। ২০০৩ সালে এডুকেশন ওয়াচ পরিচালিত জরিপে সাক্ষরতার হার ছিল ৪২ শতাংশ। ২০০৬ সালে ঢাকা আহসানিয়া মিশন পরিচালিত জরিপে এই হার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪৫ শতাংশ। অথচ ২০০৭ সালে ইবফত গ্লোবাল রিপোর্টে দেশে সাক্ষরতার হার কম বলা হয়েছে। বলা হয়েছে সাক্ষরতার হার ৪২ দশমিক ৬ শতাংশ। অপরদিকে সরকারের দাবী দেশে সাক্ষরতার হার ৬২ শতাংশ। ইউনেস্কোর নিজস্ব মূল্যায়ন অনুসারে দেশে ৫২ শতাংশ লোক নিরক্ষর। তবে বিভিন্ন সংগঠন পরিচালিত গবেষণায় দু'টি বিষয়ে মিল খুঁজে পাওয়া গেছে। প্রথমত: এদেশে সাক্ষরতার হারে নারীরা পুরুষদের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে। দ্বিতীয়ত: শহরের তুলনায় গ্রামের মানুষ সাক্ষরতার ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে। ২০১৫ সালের মধ্যে 'সবার জন্য শিক্ষা' লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে প্রতিবেশী অন্যান্য দেশের ন্যায় সাক্ষরতার হার দ্রুত বৃদ্ধি করার কোন বিকল্প নেই।

সাক্ষরতার ব্যাপারে দীর্ঘ প্রয়াস ও কর্মসূচীতে আশানুরূপ সাফল্য কেন আসেনি, তার মূল্যায়ন জরুরী হয়ে পড়েছে। সাক্ষরতা একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া বিধায় এক্ষেত্রে সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা না হলে সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনা হ্রাস পেতে বাধ্য। তাছাড়া অর্জিত সাফল্য কেন ধরে রাখা যাচ্ছে না, তারও তদন্ত প্রয়োজন। নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে তোলার বর্তমান হারও অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। এই হার অবশ্যই বাড়ানোর জন্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পরিকল্পনা নিতে হবে। বিপুল সংখ্যক অক্ষর জ্ঞানহীন লোককে সাক্ষর করে তোলার জন্য অব্যাহত বিভিন্ন প্রচেষ্টাকে ব্যাপক ও দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক আন্দোলনে রূপ দিতে হবে। সমাজের সকল শ্রেণী-পেশার শিক্ষিত মানুষকে এই আন্দোলনে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হলে নিরক্ষরতার ব্যাধি থেকে সমাজকে মুক্ত করা যাবে। প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা যেন ঝরে না পড়ে সরকারকে তা নিশ্চিত করতে হবে। 'শিক্ষার কোন বয়স নেই'। তাই সব বয়সের, সব শ্রেণী ও পেশার মানুষ যেন শিক্ষার আলো পেতে পারেন সরকারকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষাই হচ্ছে উন্নয়নের হাতিয়ার। অতএব, জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত, সচেতন ও দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা সম্ভব হলে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন হতে বাধ্য। সার্বিক উন্নয়ন ও কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আমাদের এগিয়ে যাওয়ার কর্মসূচী নিতে হবে। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা আমাদের সাংবিধানিক দায়বদ্ধতারও অংশ। তাছাড়া এ ব্যাপারটি নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অতএব, শতভাগ সাক্ষরতা অর্জনের লক্ষ্যে সরকারকে অবিলম্বে বাস্তবোচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।